## ভয়াল ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ স্মরণ;

# দুর্যোগ ও জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, জাতিসংঘ সংস্থা ও আইএনজিওদের সরাসরি প্রকল্প পরিচালনা থেকে সরে আসতে হবে এবং স্থানীয় এনজিওদের নেতৃত্ব প্রদানে সুযোগ দিতে হবে।

১. **আজ ভয়াল ২৯ এপ্রিল:** ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল ঘূর্ণিঝড় 'ম্যারি এন' বাংলাদেশের দক্ষিন পুর্বাঞ্চলে আঘাত হানে। লন্ডভন্ড করে দেয় দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার পুরো উপকূল। লাশের পরে লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল চারিদিকে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধ্বংস্তুপে পরিণত হয়েছিল। দেশের মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিল প্রকৃতির করুণ এই আঘাত। পরদিন বিশ্ববাসী অবাক হয়ে গিয়েছিল সেই ধ্বংসলীলা দেখে কেঁপে উঠেছিল বিশ্ব বিবেক। ২৯ এপ্রিল রাতে চট্টগ্রাম উপকূলে আঘাত হানা এ ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়টিতে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ২৫০ কি:মি: (১৫৫ মাইল/ঘন্টা)। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সৃষ্ট ৬ মিটার (২০ফুট) উঁচু জলোচ্ছাস হয়েছিল। ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডবে সরকারী হিসাবে উপকূলে ১ লাখ ৩৮ হাজার ২৪২ জন মানুষ নিহত এবং প্রায় এক কোটি মানুষ আশ্রয়হীন হয়। ২০ লাখ গবাদি পাশু মারা যায়। ক্ষতি হয়েছিল ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি সম্পদ।

উপকূলবাসী আজও ভুলতে পারেনী সেই রাতের দু:সহ স্মৃতি। প্রলয়ংকারী এই ধ্বংসযজ্ঞের ২৭ বছর পার হতে চলেছে, এখনো স্বজন হারাদের আর্তনাদ থামেনি, বরং বাড়ছে আতংক। ঘরবাড়ী হারা অনেকে এখনো মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিতে পারেনি। ক্ষতি না কাটতেই উপকূলে সিডর, আইলা, মহাসেন, রোয়ানু, নাডা ও কোমেন নামক সাইক্লোন একের পর এক আঘাত হানছে উপকূলে। দিশেহারা উপকূলের জনগন, আতংকে নদী তীরের জনগন। স্থানীয় জনগন নিজেদের সক্ষমতা দিয়ে মোকাবেলা করছে এগুলোর। ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের ২৭ বছর অতিবাহিত হলেও উপকূলীয় মানুষের সুরক্ষায় নেয়া হয়নি কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ভোলা, মনপুরাসহ দ্বীপের চারপাশে অরক্ষিত হয়ে আছে অনেক বেড়ীবাঁধ। প্রতি বছর জোয়ার ও বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় দ্বীপের শতশত একর জমির ফসল। সাগরে লঘুচাপ, নিম্নচাপ কিংবা মেঘ দেখলেই আতঙ্কে চমকে উঠেন উপকূলবাসী।

২. **আমাদের অবস্থান:** শধু উপকূল নয় সারা দেশেই দুর্যোগ এবং জলবায়ু সহনশীল তেমন কোন অবকাঠামো তৈরি হয় নাই। মেট্রোরেল, বিদ্যুৎ, ব্রীজ, ফ্লাইওভার, ফোরলেন, মাল্টি পারপাস সুউচ্চ বিল্ডিং, এক্সপ্রেসওয়ে ইত্যাদি নির্মাণ বেশী গুরুত্ব পাচ্ছে। একটি দেশের আর্থিক লাভ বা প্রবৃদ্ধিও জন্য এমন অবকাঠামো নির্মাণ অবশ্যই দরকার আছে। কিন্তু দুর্যোগ প্রবন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব বিদ্যমান একটি দেশের জন্য দুর্যোগ সহনশীল এবং জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ প্রথম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠতে ও স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ দুর্গত ও দরিদ্র দেশসমূহে দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ বছর বছর যে তহবিল ব্যয় করে তা কতটা কার্যকর? এতে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠি কতটা উপকৃত হয়? এসব তহবিল ব্যবহারে তাদের সিদ্ধান্ত ও অংশগ্রহণ কতটুটু? তহবিল পরিচালনা ব্যয়, মধ্যস্থতাকারী আইএনজিও'দের ব্যয় আর বাস্তবায়নকারী স্থানীয় এনজিওদের স্থায়ীত্বশীলতা কতটুকু সমাঞ্জসপূর্ণ? এসব প্রশ্ন দিনের পর দিন সামনে আসাতে ২০১৬ সালে তুরস্কের ইস্তানবুলে ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিট (WHS) অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মানবিক সহায়তা অবিচ্ছেদ্য, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন, যুদ্ধ বন্ধ করা, যুদ্ধ আইন মেনে চলা, মানবিক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কাউকে বাদ দিয়ে মানবিক কর্মকান্ড নয় ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক কতগুলি অঙ্গীকার করেছেন।

একই সাথে অসহায় ও সংকটে নিপতিত জনগোষ্ঠির চাহিদা পুরণে মানবিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া উন্নত করার লক্ষ্যে বিশ্বের প্রায় ৫৩টি দাতা সংস্থা, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিও গ্রান্ড বারগেন প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর করেছে। এবং গ্রেন্ড বার্গেইন কে সামিটের অন্যতম ফলাফল হিসাবে স্বকৃতি দিয়েছে। যা মুলত স্থানীয়করণকে সম্প্রসারিত করা। এর মানে হলো দেশীয় পর্যায়ে এনজিও ও সুশীল সমাজ বিকাশে সহায়তা করা। এর জন্য দরকার দাতা সংস্থা এবং স্থানীয় এনজিওদের যথার্থ অংশীদারিত্ব। ২০০৭ সালে অংশীদারিত বিষয়ে একটি বৈশ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অংশীদারিত্বের মুলনীতিগুলো নির্ধারণ করা হয় এবং তাতে জাতিসংঘ, বিশ্ব ব্যাংক, রেড ক্রস, রেড ক্রিসেন্টসহ আরও ৪০টি সংস্থা একমত পোষণ করে। ঐ নীতিমালাগুলো হলো: সমতা, স্বচ্ছতা, দায়িত্ব এবং পরিপূরক ভূমিকা। কিন্তু নীতিমালাগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তেমন কোনও উদ্যোগ বা ফলোআপ নাই।

স্থানীয় এনজিওদের সম্পর্কে দাতা সংস্থা ও আইএনজিওদের বহুল প্রচলিত কথা হলো স্থানীয় এনজিও সমূহের সক্ষমতা অভাব। যার ফলে তারা যথাযথ অংশীদারিত্ব এবং সরাসরি তহবিল ব্যবস্থাপনায় অগ্রসর হতে পারছে না। আমরা সক্ষমতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করছি না। আমরা বলতে চাই আন্তর্জাতিক এনজিওদের সামনে সময় এসেছে দেশীয় এনজিও/ সুশীল সমাজ সংগঠনের মধ্যে সমতা ও মর্যাদাভিত্তিক অংশীদারিত্ব

প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আত্মসম্মান এবং আত্ম উন্নয়নের বোধকে জাগ্রত করার, সক্ষমতার উন্নয়ন পরের বিষয়।

সর্বোপরি আমাদেরকে সক্ষমতা নিরূপণ করতে হবে স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে। উচ্চ বেতনপ্রাপ্ত ও উচ্চ মেধাসম্পন্ন কোন কর্মীর বা ধনী দেশগুলোর সমাজ ব্যবস্থায় যে সক্ষমতা, একই সক্ষমতা তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশের কম বেতন পাওয়া, কম মেধা সম্পন্ন কর্মীর কাছ থেকে আশা করা উচিৎ নয়। আমরা মনে করি, দেশীয় এনজিওদের মধ্যে জবাবদিহিতার মানসিকতা তৈরি করা গেলে আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও সকল ধরনের দক্ষতা চলে আসবে। স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিদ্যমান সক্ষমতার ভিত্তিতে সক্ষমতার মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে।

**৩. আমাদের দাবীসমূহ:**

১. দুর্যোগ ও জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে,

২. WHS এবং Grand Bargain অঙ্গীকার এর আলোকে জাতিসংঘ সংস্থা ও আইএনজিওদের সরাসরি প্রকল্প পরিচালনা থেকে সরে আসতে হবে এবং স্থানীয় এনজিওদের নেতৃত্ব প্রদানে সুযোগ দিতে হবে।

৩. চরের মানুষের উপযোগী জীবিকায়ন কর্মকান্ডে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা বাড়াতে হবে।

৪. চর এবং উপকূলীয় এলাকায় বেশী সংখ্যক কমিউনিটি রেডিও অনুমোদন দিতে হবে।

৫. দুর্যোগকালীন সময়ে বিকল্প জ্বালানীর ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. লোনা পানির অনুপ্রবেশ রোধ এবং মিঠা পানির বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. ভুগর্ভস্থ পানি উত্তোলন কমিয়ে ভূউপরিস্থ পানির সঞ্চয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮. Donor, UN, INGOs must to reduce transection/ management cost

৯. In the name of capacity building, Local NGOs must not be treated as subcontractor

১০. Donor, UN, and INGOs must to respect WHS, Grand Bargain and C4C commitments

১১. Ensure affected population and affected community's participation in decision making

১২. উপজেলা পর্যায়ে জরুরী দুর্যোগ তহবিল গঠন করতে হবে।

১৩. Ensure 100% direct funding through Local NGOs

১৪. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল কাজে জনঅংশগ্রহণ সুযোগ চাই।

১৫. কুতুবদিয়া ও ভোলা দ্বীপের জমি ও মানুষের সুরক্ষায় অগ্রাধিকার ভিত্তিক পরিকল্পনা চাই।

১৬. কংক্রিট ব্লক/ সী ডাইক পদ্ধতিতে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করতে হবে।

১৭. স্থায়ী বাঁধ পাওয়া উপকূলবাসীর সাংবিধানিক অধিকার।

১৮. রোহিঙ্গা আগমনে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠির জন্য ক্ষতিপুরণ বাজেট চাই।

**১৯.** সম্প্রতি বছরগুলিতে ঘূর্ণিঝড়ে মৃতের সংখ্যা কম হওয়ার মানেই আমরা প্রস্তুত, তা নয়। উপকূল এখনও উন্মুক্ত।

২০. রেহিঙ্গাদের জন্য খরচের কম পক্ষে ৩০% স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগনের জন্য ব্যয় করতে হবে।

২১. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কার্যকর করতে হবে, শুধু কাগুজে কমিটি নয়।

**২২. Prepare and Public SDG and WHS based DRR plan**

২৩. Action for remove water crisis in hilly areas

২৪. উপজেলা প্রশাসনকে কর্তৃত্ব দিয়ে জেলে নৌকার রেজিস্ট্রেসন নিশ্চিত করতে হবে।

২৫. UN and INGO must public Rohingya response expense; Management cost, Input cost and program cost based on International greater Aid Transparency Initiatives-IATI

**৪. আয়োজক সংগঠনসমূহ:**

অনলাইন নলেজ সোসাইটি, অর্পণ, আলোক যাত্রা, উদ্দীপন, উদয়ন বাংলাদেশ, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, এসডিও, কোস্ট ট্রাস্ট, জাতীয় কৃষাণী শ্রমিক সমিতি, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডিজাস্টার ফোরাম, ডাক দিয়ে যাই, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, পিএসআই,পল্লী-বাংলা উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (জাই), বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, বিডিপিসি, মুক্তির ডাক, লেবার রিসোর্স সেন্টার, সংগ্রাম, সিডিপি, সংকল্প ট্রাস্ট, নেচার কাম্পেইন, নাহাব, নিরাপদ, প্রান্তজন, ডাকোপ।

**সচিবালয়:** কোস্ট ট্রাস্ট, ঠিকানা-বাড়ী-১৩, মেট্রোমেলডি, রোড-২. শ্যামলী,ঢাকা-১২০৭, **ফোন: ৯১১৮৪৩৫,** ওয়েব. **www.coastbd.net**

শওকত আলী টুটুল, কোস্ট ট্রাস্ট।
০১৭১৩১৪৪১৭৭, tutul@coastbd.net